"নকুল ব্রহ্মচারী"

শ্রীশ্রীমৎ ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮ ত্রিদণ্ডীস্বামী ভক্তি শ্রবণতীর্থ গোস্বামী

শ্রীপাট কালনার কাছাকাছি পিয়ারিগঞ্জে নকুলের বাড়ি। আগে নাম ছিল প্রদ্যুম্ন। নৃসিংহের উপাসক। প্রভু তাই নাম দিয়েছিলেন নৃসিংহানন্দ।

কালনার অম্বিকায় নকুলের দেহে প্রভুর আবেশ হল।

জীবনিস্তারের তিন উপায়—সাক্ষাৎ-দর্শন, আবির্ভাব আর আবেশ।

নকুলে এই আবেশ উপস্থিত হল।

আবিষ্ট হয়ে গ্রহগ্রস্তের মত নকুল কখনো হাসে, কখনো কাঁদে, কখনো গান করে, কখনো বা নাচে উন্মত্ত হয়ে। প্রভুর মতই তার গায়ের রঙ গৌর হয়ে গেল। সর্বদাই প্রেমাবেশে প্রভুর মত সকলকেই কৃষ্ণনাম নিতে বলছে, বলছে নাম ছাড়া আর উপায় নেই। একেবারে ঠিক প্রভুর মতই বাচন-ভাষণ।

দেশের লোক নকুলকে দেখতে ভিড় করল। আর কী আশ্চর্য, যে দেখে সেই প্রেমোদ্দাম হয়ে ওঠে।

শিবানন্দ সেনের ইচ্ছে হল পরীক্ষা করে দেখি, সত্যই এ প্রভুর আবেশ কি না। প্রভু তো সর্বজ্ঞ। সত্যি-সত্যি প্রভুর আবেশ হলে নকুলও তো সর্বজ্ঞ হয়ে উঠবে। দেখি, আমি লুকিয়ে থাকলে নকুল আমাকে আমার নাম ধরে ডাকতে পারে কিনা। দেখি, বলতে পারে কিনা আমার ইষ্টমন্ত্র কী।

লোক আসছে, যাচ্ছে, জটলা পাকাচ্ছে ; এত ভিড় যে সকলে দর্শনও পাচ্ছে না। এমন সময় নকুল বললে, শিবানন্দ দূরে অপেক্ষা করছে, তাকে কেউ গিয়ে ডেকে নিয়ে এস তো।

শিবানন্দ! শিবানন্দ! হাঁকডাক শুরু হয়ে গেল। শিবানন্দ কে? শিবানন্দ কোথায়? তোমাকে ব্রহ্মচারী ডাকছেন।

শিবানন্দ এসে নমস্কার করে নকুলের পাশে বসল হাসিমুখে।

পাশে বসে ভালই করেছ। বললে নকুল, এখন, তোমার ইষ্টমন্ত্র কী, তাই তোমাকে কানে কানে বলে দিই। চারি অক্ষর গৌরগোপালের মন্ত্রেই তোমার দীক্ষা। কী ঠিক নয়?

ঠিক। এতক্ষণে শিবানন্দের বিশ্বাস হল।

প্রভু নীলাচল হতে বৃন্দাবন যাচ্ছেন, গৌড়পথে এসেছেন কুলিয়ায়।

মনে মনে পথ তৈরী করছে নকুল, প্রভুর বৃন্দাবনে যাবার পথ। কল্পনার ছবি আঁকছে।

আগে মণিরত্ন দিয়ে পথ তৈরী করল। সে রত্নবাঁধা পথও বোধহয় প্রভুর পায়ে কঠিন লাগবে। তাই তার উপর নির্বৃন্ত ফুলের শয্যা বিছিয়ে দিল। রাস্তার দু-পাশে বকুল গাছ পুঁতে দিল, বকুল গাছের ছায়ায় পথ বেশ শীতল থাকবে। ফুলের গন্ধে বাতাস আমোদ করে বেড়াবে। প্রভুর তত ক্লান্তি লাগবে না। রাস্তার কাছাকাছি কতগুলো পুকুরও দিল, স্বচ্ছ জল সুধার মত স্বাদু, প্রভু ইচ্ছেমত স্নান-পান করতে পারবেন। আর গাছে গাছে কী সুন্দর পাখির কাকলি, তাতে প্রাণে আনন্দ জাগাবে, উৎসাহ জাগবে। মনে হবে পাখির কণ্ঠেও কৃষ্ণনামের মধু ঝরছে।

কল্পনায় পথ করতে করতে কানাইর নাটশালা পর্যন্ত এসেই থেমে গেল নকুল। তার বেশী আর মন অগ্রসর হল না।

নকুল বললে, প্রভুর এবার বৃন্দাবন যাওয়া হবে না। তাকে কানাইর-নাটশালা থেকেই ফিরতে হবে।

নকুল যা বলল তাই হল। কানাইর-নাটশালা থেকেই প্রভু ফিরে গেলেন।

নকুলে শুধু প্রভুর আবেশই হল না, নকুলের সামনে প্রভুর আবির্ভাবও হল।

শ্রীকান্ত শিবানন্দের ভাগনে, একবার রথযাত্রার অনেক আগেই প্রভুকে দেখবার উৎকণ্ঠায় চলে এসেছে নীলাচলে।

দুমাস থাকবার পর প্রভু তাকে বাংলাদেশে ফিরে যেতে বললেন। বললেন, সবাই-কে বলে দিও, এ বছর যেন কেউ না আসে।

কেউ আসবে না? শ্রীকান্তের বুকে যেন ব্যথা বাজল।

না। কেননা আমিই যাব এবার পৌষমাসে। তোমার মামা শিবানন্দের বাড়িতে উঠব।

সত্যি? শ্রীকান্ত উল্লাস করে উঠল।

সেখানে জগদানন্দ আছে, সে আমার জন্যে রান্না করতে পারবে।

শ্রীকান্ত ফিরে এসে সংবাদ রাষ্ট্র করে দিল। যারা যারা যাবার উদ্যোগ করছিল তারা সবাই স্থির হল।

প্রভু নিজে আসছেন এর মত সুখকর আর কী আছে!

পৌষমাস পড়তেই শিবানন্দ প্রভুর ভিক্ষার উপচার সংগ্রহ করতে বসল।

কিন্তু কই, মাস যে কেটে যায়, প্রভু এলেন কই?

শিবানন্দ ম্রিয়মাণ হয়ে রইল। জগদানন্দেরও এক অবস্থা। প্রভু তার হাতের রান্না খেতে চেয়েছিলেন। সে কি তবে রান্না করা ছেড়ে দেবে?

একদিন নকুল এসে হাজির।

এই যে নৃসিংহানন্দ এসেছ। শিবানন্দ সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করল।

কিন্তু তোমরা নিরানন্দ কেন?

শিবানন্দ বললে তাদের দুঃখের কথা। প্রভু আসবেন বলে এলেন না। খাবেন বলে খেলেন না।

নকুল বললে, চিন্তা করো না। আমি তিনদিনের মধ্যে প্রভুকে এখানে নিয়ে আসব।

দুদিন ধ্যান করার পর নকুল বললে, প্রভু পানিহাটি পর্যন্ত এসেছেন। কাল মধ্যাহ্নে এখানে আসবেন। ভিক্ষার জোগাড় করো। আমি রান্না করব।

বহুতর ব্যঞ্জন, পিঠে, ক্ষীর, পায়েস রান্না করল নকুল।

তিনজনের জন্য ভোগ সাজাল নকুল। প্রথমজন স্বয়ং প্রভু, দ্বিতীয়জন জগন্নাথ, তৃতীয়জন তার নিজের ইষ্টদেব নৃসিংহ।

তিনজনকে ভোগ সমর্পণ করে আবার ধ্যানে বসল নকুল।

'হাঁ, হাঁ, কী করো? কী করো?' নকুল চেঁচিয়ে উঠল; 'তুমি তিন থালাই খাও কী করে? জগন্নাথের সঙ্গে তোমার ঐক্য, তুমি না হয় তার ভোগ খেলে, কিন্তু নৃসিংহের ভোগ তুমি খাও কী করে?'

কিন্তু প্রভু আবির্ভূত হয়ে নকুলকে দেখালেন জগন্নাথের সঙ্গে যেমন তাঁর ভেদ নেই, নৃসিংহের সঙ্গেও তেমনি ভেদ নেই।

নকুল তো মনে মনে বুঝত, এখন চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করল।

"তোমার প্রভুর ব্যবহার দেখ," শিবানন্দকে উদ্দেশ করে নকুল বললে, "আমার নৃসিংহের ভোগও খেয়ে গেল। জগন্নাথেরটা খেয়েছেন, তা খান, কিন্তু আমার নৃসিংহেরটা খান কী বলে? আমার নৃসিংহ আজ উপবাসী রইল।"

এসব কী বলছে নকুল? এসব কি সে প্রেমাবেশে বলছে? এসব কি তার কল্পনার কারুকার্য? নইলে শিবানন্দ দেখতে পেল না কেন? জগদানন্দেরই বা কী অপরাধ?

তবু নকুল শিবানন্দকে অগ্রাহ্য করতে পারল না। নৃসিংহের জন্য আবার সমস্ত জোগাড় করল। আবার ভোগ লাগাল নকুল।

শিবানন্দের সংশয়ের কথা প্রভু টের পেয়েছেন।

পরের বছর শিবানন্দ যখন নীলাচলে গেল তখন প্রভু বললেন, গতবছর পৌষমাষে তোমাদের বাড়িতে কী সুন্দর খেলাম! নৃসিংহানন্দ কী সুন্দর রান্না করেছিল! কী সুন্দর খাওয়াল আমাকে!

এতক্ষণে শিবানন্দের সুদৃঢ় বিশ্বাস হল। তার বুঝি মনে হল নকুলের যেমন আতীব্র ভক্তি তার বুঝি তেমন নেই।

সে গিয়ে প্রভুকে দেখে। প্রভুতো কই তার কাছে আবির্ভূত হন না, তার প্রীতির রজ্জু বোধহয় নকুলের মত শক্ত নয়।